দৈনিক
29 JUL 2008

ঢাবির ঝুঁকিপূর্ণ ভবন থেকে কয়েকশ শিক্ষার্থী অপসারণ

ডিএমসি কোয়ার্টারে ফাটলঃ ঝুঁকির মুখে ২৪ পরিবার

॥ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥

মৃদু ভূকম্পনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি হলের পিলার, দেয়াল ও ছাদে ফাটল দেখা দেয়ায় ঝুঁকিপূর্ণ মুহসিন হল, রোকেয়া হল ও জগন্নাথ হলের কয়েকশত ছাত্র-ছাত্রীকে রুম থেকে সরিয়ে নিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। হঠাৎ বিপুলসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীকে স্থানান্তর করায় দুর্বিষহ হয়ে পড়েছে তাদের জীবন।

ঝুঁকিপূর্ণ মুহসিন হলের দোতলা ও তিনতলায় ফাটল ধরায় প্রায় ৩০০ ছাত্রকে হলের অডিটোরিয়াম, রিডিং-রুম, গেষ্ট রুম এবং বিশ্ববিদ্যালয় জিমনেসিয়ামে স্থানান্তর করা হয়েছে। রোকেয়া হলের ঝুঁকিপূর্ণ অনার্স বিল্ডিং থেকে ছাত্রীদের ফজিলাতুন্নেছা ছাত্রীনিবাসে স্থানান্তর করা হয়। জগন্নাথ হলের ঝুঁকিপূর্ণ পূর্ব বাড়ী ভবনের ছাত্রদের এখনও জায়গা সংকুলান না হওয়ার কারণে কোথায়ও স্থানান্তর করা হয়নি বলে হলের প্রভোস্ট জানিয়েছেন। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয় ভিসি নিরাপত্তার স্বার্থে সংশ্লিষ্ট হল প্রভোস্টদের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বললেও ঝুঁকিপূর্ণ (২য় পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

ঢাবির ঝুঁকিপূর্ণ

(প্রথম পৃঃ পর)

হিসেবে চিহ্নিত শহীদুল্লাহ হলের ৮নং বিল্ডিং এবং ফজলুল হক হলের কর্মচারি ভবনে বসবাসকারী কর্মচারিদের ব্যাপারে এখনও কোন সিদ্ধান্ত নেননি কর্তৃপক্ষ। এদিকে যাদের রুম ছেড়ে অন্যত্র সরানো হয়েছে তাদের জীবন এক প্রকার দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। টিভি অডিটোরিয়াম, পত্রিকা পড়ার রুমে এবং অতিথিকক্ষে রাত্রিযাপন করার কারণে লেখাপড়ার ব্যাঘাত ঘটছে। কয়েক ছাত্র জানিয়েছেন, পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে সমস্যা হচ্ছে তাদের, বিছানাপত্র এলোমেলো হবার কারণে রাতে ঘুমাতেও সমস্যা হচ্ছে। তারা আবাসন সমস্যার আশু সমাধান চেয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে।

ভিসি অধ্যাপক এসএমএ ফায়েজ সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, 'ছাত্র-ছাত্রীদের অসুবিধার কথা বিবেচনায় এনে যত দ্রুত সম্ভব তাদের সমস্যার সমাধান করা হবে'।

এলিফ্যান্ট রোডের ডিএমসি কোয়ার্টারে ফাটলঃ ঝুঁকির মুখে ২৪ পরিবার

রাজধানীর এলিফ্যান্ট রোডস্থ ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল (ডিএমসি) চতুর্থ শ্রেণীর ষ্টাফ কোয়ার্টারে ২৪টি পরিবার ঝুঁকির মধ্যে বসবাস করছে। যে কোন সময় ভবন ধসে বড় দুর্ঘটনা ঘটার আশংকা করছেন বাসিন্দারা। ভূমিকম্পের কারণে ভবনগুলোতে ফাটল ধরেছে। রবিবার রাতে একটি ভবনের চারতলায় ছাদের আস্তরণ খসে পড়ে।

বাসিন্দারা জানিয়েছেন, ভবন তিনটি ৩৫ বছরের পুরনো। শনিবার রাতে ভূমিকম্পের সময় ভবনের দেয়ালে ফাটল ধরে। এমনকি কয়েকটিস্থানে আস্তরণ খসে পড়ে। রবিবার বিষয়টি ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে জানানোর পরও কোন কর্মকর্তা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেননি। রাত ৯ টার দিকে এলাকায় বিদ্যুৎ চলে যায়। এ সময় একটি ভবনের তিনটি রুমের ছাদের আস্তরণ ও সিলিং ফ্যান খসে পড়ে। খবর পেয়ে নিউমার্কেট থানা পুলিশ রাতেই ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে।